ISSN-1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
ত্রয়োবিংশতিতম সংখ্যা
জুন-২০০২/ জ্যৈষ্ঠ-১৪০৯

বাংলাদেশে নারী-ক্ষমতায়নের উৎস ঃ একটি মতামত ভিত্তিক পর্যালোচনা

রায়হানা আখতার জাহান *
ড. রেজা হাসান মাহমুদ **

Abstract : Women empowerment is the most important and pronounced issue of the present world. It is not only important for women development but also a prime step to face the problems of the world. The empowerment of women is to develop women's potentiality to control their own life, position and environment to a greater extent. This paper is an attempt to reveal the sources of women empowerment. Data has been collected from purposively selected personnel of the society through specific questionnaire and observed that all the respondents have accepted women's education as the prime source of women empowerment and after that imtelligence, personality, ability to participate in decision making process are inportant. Most of them have not accepted the factors like women's age, beauty, ownership of assets etc. Besides, they have advocated for some related factors like women's personal saving, heath consciousness, moral character, honesty, regards to respected persons, affections to younger and maintaining courtesy in case of dress etc., are necessary. From the overall discussion it is clear that a single factor may not be the source of women empowerment, the total striking issues of their life are the sources of women empowerment.

ভূমিকা

'নারী-ক্ষমতায়ন' বিশ্বব্যাপী একটি বহুল আলোচিত বিষয়। সৃষ্টির শুরু থেকে নারী ও পুরুষের সহাবস্থান চলে আসছে। তা সত্ত্বেও নারী-পুরুষের সম্পর্ক সামাজিক বিবর্তনের ফলে কখন কিরূপ ধারণ করেছে, ভবিষ্যতে কিরূপ ধারণ করবে এবং কার্যকর টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে কিরূপ হওয়া প্রয়োজন, তা নিয়ে যথেষ্ট মত-পার্থক্য রয়েছে। তবে সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নারীর অবস্থান ও অবস্থার উন্নয়ন তথা নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটা সর্বত্রই স্বীকৃত (করিম, ২০০০:৮০)।

বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়সমূহের একটি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। শুধু নারীর উন্নয়নের জন্য নয়, পৃথিবী এখন যে সকল সমস্যার মুখোমুখি, সেগুলোর সমাধানের প্রধান ও প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নকে। তা সে সমস্যা পরিবেশ বিপর্যয়, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, দারিদ্র বা নিরক্ষরতা-যাই হোক না কেন। ক্ষমতায়ন শব্দটির উৎস ক্ষমতার সাথে, বিশেষ করে ব্যক্তি ও দলের মধ্যে

* প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী সরকারি কলেজ।
** জুনিয়র ইন্‌স্ট্রাক্টর, ব্যবস্থাপনা, কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

ক্ষমতার সম্পর্ক পরিবর্তন এবং ক্ষমতার বণ্টনের সাথে সম্পর্কিত। মূলত ভৌত, মানবিক, অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াই ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জনের দ্বারা পুরুষতন্ত্র ও এ ধরনের সকল প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সকল কাঠামোয় লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করে (এসিডি, ২০০২: ৪)।

ক্ষমতায়ন ও নারী-ক্ষমতায়ন

ক্ষমতায়ন অর্থ যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে-সব বিদ্যমান কাঠামোগত অসমতা নিপীড়িত ও বঞ্চিতদের পশ্চাৎপদ অবস্থায় রাখে, তা থেকে উত্তরণ। ক্ষমতায়ন সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক...বলেছেন, "Empowerment is a process of awareness and capacity building leading to greater participation to greater decision making power and control, and to transformative action" (Karl, 1995 : 14).

নারীর ক্ষমতায়ন এই নয় যে, যারা ক্ষমতার চেয়ারে বসে আছেন, নারীরা তাদের সরিয়ে নিজেরা ক্ষমতায় আসবেন। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে এখানে নারীর নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি, তার জীবন, তার অবস্থান, তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তি বৃদ্ধি বুঝানো হচ্ছে (চৌধুরী, ১৯৯৫:২৬)। অর্থাৎ নিজ জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণই ক্ষমতায়ন।

ক্ষমতাহীনতা মহিলাদের অধিক দারিদ্রের অন্যতম প্রধান কারণ। অপর দিকে দারিদ্র্যের কারণেও মহিলারা ক্ষমতাহীন হয়। তাই নারী-ক্ষমতায়নের প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দারিদ্র্যেকেই চিহ্নিত করা হয়। তবে ক্ষমতায়ন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমষ্টিক রূপ নয়, যাকে অনেকেই ক্ষমতায়নের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। ক্ষমতায়ন সম্পর্কে ব্যক্তির নিজস্ব ধ্যান-ধারণাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বচ্ছলতা এবং সুখ-সমৃদ্ধি সম্পর্কে নিজের অনুভূতির আলোকেও ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা যায়। বিখ্যাত নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেনের ভাষায়, একজন ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য স্বচ্ছলতা দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে বোঝা যাবে যদি তার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং যা তিনি হতে চান বা করতে চান তা হতে পারেন (যেমন-পুষ্টিহীনতা থেকে মুক্ত হওয়া, অকালমৃত্যু যতদূর সম্ভব রোধ করা, লেখাপড়ার পর্যায় বৃদ্ধি, অধিকভাবে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার, কোনোরূপ জড়তা ছাড়া সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারে ইত্যাদি) ও সেই সুযোগসমূহ তার কাছে খোলা থাকে (আহমেদ, ২০০০:৪৭)।

১৯৯৫ সালে বেইজিং এ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের মোট ১৮৯টি দেশ এই সম্মেলনে যোগদান করে নিজ নিজ দেশের নারী উন্নয়ন

নীতিমালা প্রণয়ন করে তা জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, নির্যাতন ও সশস্ত্র সংঘাত দূরীকরণ, অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমান সুযোগ এবং পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ নীতি নির্ধারণ এবং নেতৃত্বে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই, নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। তাছাড়া প্রক্রিয়া হিসেবে নারীর ক্ষমতায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং একটি অবিভাজ্য ধারণা। এ ক্ষেত্রে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন যদি প্রয়োজনীয় শর্ত হয়, তবে নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন পর্যাপ্ত শর্ত এবং দুটি শর্ত পূরণ হলেই নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সরকারি নীতি-নির্ধারণে নারী প্রকৃত অর্থে ক্ষমতায়িত না হওয়ায়, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে নারী সচেতন হলেও নারীর প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। সুতরাং প্রকৃত অর্থে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারীর সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতায়নকে সুদৃঢ় ও মজবুতকরণে সচেষ্ট হবে (সুলতানা, ১৯৯৮: ৪৭)।

আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশ নারী-ক্ষমতায়নের উৎস অনুসন্ধান। এই লক্ষ্যে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য সমাজের ৫০জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন করা হয়। এঁদের মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। নির্বাচিত উত্তরদাতারা হলেন, ১০ জন ডাক্তার, ১০ জন শিক্ষক, ১০ জন আইনজীবী, ১০ জন প্রকৌশলী ও ১০ জন রাজনীতিবিদ। উত্তরদাতাগণ নারী-ক্ষমতায়নের উৎস হিসেবে যে সব বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ক. শিক্ষা

শিক্ষাকে নারী-ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে অধিকাংশ উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন। গবেষণার জন্য নির্বাচিত ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষক, আইনজীবি ও রাজনীতিবিদগণের সকলেই (১০০%) একমত যে, শিক্ষাই নারী-ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান উৎস। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, যে কোনো মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধিতে শিক্ষা একটি অতি অপরিহার্য বিষয়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যদি শিক্ষার প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতো তাহলে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের মর্যাদাহীন করে সংকুচিত ও নিষ্ফল জীবন-ধারার মধ্যে না ঠেলে দিয়ে নারীত্বের শ্রেষ্ঠ সাধন করার দিকে মনোযোগ দেওয়া হতো (খাতুন, ১৯৯৮: ১৩)।

আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থায় দেশের অধিকাংশ নারীকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক কারণে পুরুষদের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই নির্ভরশীলতাই নারীকে পরাধীন করে রাখে। শিক্ষা নারীকে এই পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে পারে। দেশের সুষম আর্থ-সামাজিক বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদেরও সমান

হারে অংশগ্রহণ একান্ত আবশ্যক। নারীর সচেতনতা সৃষ্টি না হলে এই অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। সুতরাং সচেতনতা সৃষ্টির জন্য যে নারী-শিক্ষার প্রয়োজন, সারা বিশ্ব আজ এ কথা উপলব্ধি করেছে। আমাদের বাংলাদেশেও এর ছোঁয়া লেগেছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে ফিডার স্কুল, নারীশিক্ষা কেন্দ্র, মাতৃমঙ্গল সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১০০% উত্তরদাতা মত প্রকাশ করেছেন যে, শিক্ষা ছাড়া নারী-সচেতনতা সম্ভব নয়। আর নারী সমাজ সচেতন না হলে তাদের ক্ষমতায়নও আশা করা যায় না।

খ. উপার্জনমূলক কাজে নারীর সম্পৃক্ততা

আমাদের দেশের মহিলারা সাধারণত পরিবারের যাবতীয় গৃহকর্ম করে থাকে। বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজের মহিলারা শিশু থেকে শুরু করে রান্না-বান্না, ঘরদোর ও পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কাপড় চোপড় পরিষ্কার, গবাদিপশু পালন, বিভিন্ন ফসল মাড়াই, ধান সেদ্ধ করা, শুকানো এবং প্রয়োজনে ঢেঁকিতে ধান ভানা, জ্বালানী সংগ্রহ ইত্যাদি সব কাজই করে থাকে। এতদসত্ত্বেও এসব কাজ থেকে পরিবারে যেহেতু অর্থ-সমাগম হয় না, তাই তাদের এসব কাজের অর্থনৈতিক মূল্য নেই। তবে যেসব মহিলা কোনো না কোনো উপার্জনমূলক কাজে সম্পৃক্ত, পরিবারে তাদের বেশ মর্যাদার সাথে দেখা হয়। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাদের মতামতকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

গবেষণার জন্য নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮০% ডাক্তার, ৫০% প্রকৌশলী, ৭০% শিক্ষক, ৮০% আইনজীবী এবং ৪০% রাজনীতিবিদ উপার্জনমূলক কাজে নারীর সম্পৃক্ততাকে নারী-ক্ষমতায়নের অন্যতম একটি উৎস হিসেবে মতামত ব্যক্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, উপার্জনমূলক কাজে সম্পৃক্ত একজন মহিলা পরিবারের অন্যান্য মহিলা এমনকি পুরুষ সদস্যদেরও বিভিন্ন ব্যাপারে খবরদারি করতে পারে বলে-উত্তরদাতাদের অনেকেই মন্তব্য করেছেন। সুতরাং উপার্জনমূলক কাজে নারীর সম্পৃক্ততা নারী-ক্ষমতায়নের অন্যমত একটি উৎস হিসেবে বিবেচ্য।

গ. বুদ্ধিমত্তা

বুদ্ধিহীন বা নির্বোধ মানুষ পরিবারে ও সমাজে সর্বত্রই অবজ্ঞার পাত্র। বুদ্ধিমত্তার জন্যই মানুষ ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধের অধিকারী হতে পারে। বুদ্ধিমত্তা মানুষকে কলুষমুক্ত জীবনের সন্ধান দেয়। বুদ্ধিমত্তা মানুষকে সাফল্যের সোনালী পথের দিশা প্রদান করে। নারী-ক্ষমতায়নের উৎস হিসেবে তাই নারীর বুদ্ধিমত্তাকে অন্যতম একটি বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নির্বাচিত উত্তর দাতাদের মধ্যে ৯১% ডাক্তার, ৬০% প্রকৌশলী, ৮০% শিক্ষক, ৭০% আইনজীবী এবং ৯০% রাজনীতিবিদ নারীর বুদ্ধিমত্তাকে নারী-ক্ষমতায়নের অন্যতম উৎস হিসেবে মতামত প্রদান করেছেন।

ঘ. ব্যক্তিত্ব

ব্যক্তিত্ববান মানুষকে সকলেই সমীহ করে। এখানে নারী পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলাকে পরিবারে এবং সমাজেও বেশ ভালো চোখে দেখা হয়। পরিবারের যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের মতামতের বেশ মূল্যায়ন করা হয়। কারণ একজন ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মহিলা কখনোই কোনা ব্যাপারে অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করে না, কাউকে কখনো হয়রানির চেষ্টা করে না, বরং যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য মতামত ব্যক্ত করে থাকে। সুতরাং নারীর ব্যক্তিত্বকে নারী-ক্ষমতায়নের অন্যমত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এ বিষয়ে নির্বাচিত উত্তরদাতাদের ৭০% ডাক্তার, ৬১% প্রকৌশলী, ৯০% শিক্ষক, ৭০% আইনজীবী এবং ৮০% রাজনীতিবিদ নারীর ব্যক্তিত্বকে নারী-ক্ষমতায়নের অন্যতম একটি উৎস হিসেবে মতামত ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে অনেক উত্তরদাতাই বলেছেন যে, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহিলারা সমাজের কোনো ব্যক্তির বিপদ-আপদে বা অসুখ-বিসুখের সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এরা ঝগড়া-বিবাদ পছন্দ করে না, বরং ঝগড়া বিবাদ মিমাংসায় সহায়তা করে। সমাজের অনেক কর্তা ব্যক্তিরাই প্রয়োজনে এসব মহিলাদের মতামত গ্রহণ করেন।

ঙ. বয়স

আমাদের সমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বয়স্কদের সমীহ করে। তবে নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নারীর বয়স তার ক্ষমতায়নের উৎস নয়। বয়স নারী-ক্ষমতায়নের একটি অনুষঙ্গ উৎস হতে পারে। কারণ অনেক বয়স্কা নারীই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিক মতামত ব্যক্ত করতে পারে না। নির্বাচিত উত্তরদাতাদের ৪০% ডাক্তার, ৫০% প্রকৌশলী, ৬০% শিক্ষক, ৪০% আইনজীবী এবং ৭০% রাজনীতিবিদ বয়সকে নারী-ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ উৎস হিসেবে মতামত ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উত্তরদাতাদের কেউ কেউ বলেছেন যে বয়স হলে মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়ে ঠিকই তবে অনেকের ক্ষেত্রে আবার বিচার-বুদ্ধি লোপও পায়।

চ. সৌন্দর্য

প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ সুন্দরের পূজারী। অর্থাৎ যে কোনো সুন্দর বস্তুকে সকলেই পছন্দ করে। প্রায় প্রতিটি পুরুষই তার সুন্দর স্ত্রীর জন্য গর্ববোধ করে। অনেক নারীর আবার তেমন চোখ ঝলসানো রূপ বা দৈহিক সৌন্দর্য না থাকলেও তাদের সৌন্দর্যবোধ রয়েছে। অর্থাৎ এরা নিজের শরীরের প্রতি যত্নশীল এবং নিজ পরিবার ও ছেলেমেয়েদের পরিপাটি করে রাখে। এ সমস্ত মহিলারা স্বভাবতই অন্যান্য মহিলাদের চেয়ে আলাদা। আর সুন্দরী তথা সৌন্দর্যবোধ-সম্পন্ন মহিলাকে পরিবারের অন্যসব সদস্যরা যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশ মূল্য দেয়। গবেষণার জন্য নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩০% ডাক্তার, ৪০% প্রকৌশলী ও ২০% আইনজীবী নারীর

সৌন্দর্যকে নারী-ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ উৎস হিসেবে মতামত প্রদান করেছেন। অপরদিকে নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মধ্যে শিক্ষক ও রাজনীতিবিদ এ সম্পর্কে কোনো মতামত ব্যক্ত করেননি।

ছ. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মতামত দানের দক্ষতা

নারী-ক্ষমতায়নের মূল উৎস হচ্ছে তার পরিবার। কারণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষই কোনো না কোনো পরিবারের সদস্য এবং প্রতিটি মানুষ পরিবারবদ্ধ জীবন যাপন করে। একটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যই সেই পরিবারের আনন্দ-বেদনা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের অংশীদার। আর এই অংশীদারিত্বই বৃহদার্থে ক্ষমতায়ন। তবে একটি পরিবারের সকল সদস্যই একই রকম মেধা-সম্পন্ন বা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নয়। আবার পরিবারের সকল সদস্যই একই রকম শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। সুতরাং সকল সদস্য একই রকম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না; আর তা সম্ভবও নয়। আবার পরিবারের যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সবাই সঠিক মতামতও দিতে পারে না। বিষয়টি নারী-পুরুষ সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেসব মহিলা সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিক মতামত দিতে পারে, পরিবারে তাদের আলাদা ভাবে মূল্যায়ন করা হয়। নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬০% ডাক্তার, ৭০% প্রকৌশলী, ৮০% শিক্ষক, ৯০% আইনজীবী এবং ৯০% রাজনীতিবিদ বলেছেন যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিক মতামত দানের ক্ষমতা নারী-ক্ষমতায়নের একটি অন্যতম প্রধান উৎস।

জ. পিতার আভিজাত্য ও প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বজন

একজন মহিলার পিতার আভিজাত্য অথবা প্রভাবশালী আত্মীয় থাকলে পরিবারে ও সমাজে তাকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয় এবং সমীহও করা হয়। কারণ পরিবারের যে কোনো বিপদ-আপদে বা অসুখ-বিসুখের সময়ে অভিজাত পিতা বা প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যায়। তাই কোনো পরিবারের গৃহবধূর অভিজাত পিতা বা প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বাজন থাকলে তাকে পরিবারের সকলেই বেশ মর্যাদার চোখে দেখে এবং সমীহ করে। শুধু তাই নয়, পরিবারের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এ রকম মহিলাদের মতামত অগ্রাধিকার পায়। নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭০% ডাক্তার, ৮০% প্রকৌশলী, ৪০% শিক্ষক, ২০% আইনজীবী এবং ২০% রাজনীতিবিদ মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, পিতার আভিজাত্য ও প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বজন নারী ক্ষমতায়নের একটি অনুষঙ্গ উৎস।

ঝ. পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ/যৌতুক

পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ স্বামীর সংসারে স্ত্রীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে। পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে রয়েছে যৌতুক, পিতা বা মাতার সম্পত্তির অংশ, অসময়ে আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি। পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণের উপর আবার স্বামীর

পরিবারে স্ত্রীর মর্যাদার তারতম্য হয়। অর্থাৎ বিয়ের সময়ে যৌতুক, সময়ে-অসময়ে আর্থিক সহায়তা এবং পিতার মৃত্যুর পর প্রাপ্ত সম্পত্তির পরিমাণের উপর স্বামীর পরিবারে স্ত্রীর মর্যাদা নির্ভর করে। দরিদ্র বা নিঃস্ব পিতার কন্যাকে স্বামীর পরিবারে খুব একটা মূল্য দেওয়া হয় না। পরিবারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও এদের মতামত মূল্যহীন। অন্যদিকে সম্পদশালী পিতার কন্যাকে স্বামীর পরিবারে বেশ মর্যাদা দেওয়া হয়। পরিবারের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের মতামত বেশ গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করা হয়। গবেষণার জন্য নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩০% আইনজীবী ও ৪০% রাজনীতিবিদ এ ব্যাপারে বলেছেন যে, পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ নারী-ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ উৎস হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে ডাক্তার, প্রকৌশলী ও শিক্ষক শ্রেণীর উত্তরদাতাগণ মনে করেন যে নারী-ক্ষমতায়নের জন্য বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ঞ. যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার সামর্থ্য

আমাদের সমাজে এমন অনেক মহিলা আছে, যারা ইচ্ছে করেই পরিবারের কোনো প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলায় এগিয়ে আসে না-বা কোনো চেষ্টাও করে না। আবার অনেক মহিলা আছে, যারা পরিবারের যে কোনো প্রতিকূল অবস্থা খুব দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করে। শেষোক্ত মহিলাদের পরিবারের সকলেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। পরিবারের আপৎকালে যে মহিলা নিষ্ঠার সাথে প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করে পরিবারের যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার মতামত বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। নির্বাচিত উত্তরদাতাগণের মধ্যে ৩০% ডাক্তার, ৪০% প্রকৌশলী, ৭০% শিক্ষক, ৭০% আইনজীবী এবং ৯০% রাজনীতিবিদ তাঁদের মতামতে বলেছেন যে, যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার সামর্থ্য নারী ক্ষমতায়নের অন্যতম একটি উৎস।

মতামত পর্যালোচনা

নির্বাচিত উত্তরদাতাদের মতামত বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা হয় যে, নারী ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান উৎস হলো নারীর শিক্ষা। বর্তমান সমাজ জীবনে শিক্ষা শুধু সামাজিক অঙ্গীকার নয় বরং এর প্রয়োগ এখন বাস্তবমুখী। শিক্ষা মানুষের বিশ্লেষণী ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফলে একজন শিক্ষিত মানুষের আত্মসচেতনতা ও পরিবেশ সচেতনতা তীব্রতর হয়। এই তীব্র সচেতনতা মানুষকে পরিবেশজনিত অসুবিধা মোকাবেলা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই আত্মসচেতনতা কার্যকর হলেই নারী প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হবে। তখন তারা শিক্ষাকে কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির লক্ষ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, বাঙালি নারী সমাজ তথা সমগ্র জাতির উন্নয়নে কাজে লাগাবেন (খাতুন, ১৯৯৮ : ১৪)।

উত্তরদাতাদের মতামত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নারী-ক্ষমতায়নের মূল উৎস হলো নারীর শিক্ষা। আর অন্যসব বিষয়গুলো নারী-ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ উৎস হিসেবে তাঁরা মতামত ব্যক্ত করেছেন। একজন নারী কেবল শিক্ষিত হলেই নারী ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও অনেক উত্তরদাতা নারী-ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ উৎস হিসেবে আরো কিছু বিষয়ের অবতারণা করেছেন। কেউ কেউ মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, নারীর ব্যক্তিগত সঞ্চয় পরিবারের আপৎকালে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই নারীর ব্যক্তিগত সঞ্চয় নারী-ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

কোনো কোনো উত্তরদাতা নারীর স্বাস্থ্য সচেতনতাকে নারী-ক্ষমতায়নের একটি অনুষঙ্গ উৎস হিসেবে মতামত ব্যক্ত করেছেন। অনেকে আবার বলেছেন, একজন মহিলার চরিত্রের স্বচ্ছতাও তার ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ উৎস হতে পারে। কারণ চরিত্র হলো মানবজীবনের গৌরব মুকুট। কাজ-কর্ম, কথায়, চিন্তায়, ওঠা-বসায়, আচার-আচরণে প্রতিটি ক্ষেত্রে পূতপবিত্র ভাবকেই চরিত্র বলা হয়। একজন মানুষ অন্য কোনো গুণের অধিকারী না হলেও চারিত্রিক উৎকর্ষের জন্য পরিবারে ও সমাজে সে শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। সততা, সত্যপ্রিয়তা, ন্যায়-পরায়ণতা, আত্মসংযম, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, শিশুদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা প্রভৃতি সচ্চরিত্রের লক্ষণ। চরিত্রবান ব্যক্তি মাত্রই অহিংসা, নির্লোভ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ভক্তিপরায়ণ হয়। যেসব মহিলার চরিত্রের স্বচ্ছতা রয়েছে, পরিবারে ও সমাজে কমবেশি সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে। শুধু তাই নয়, চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই তার মতামতকেও সবাই মূল্য দেয়।

অনেক উত্তরদাতা আবার পর্দাকেও নারী-ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ উৎস হিসেবে মতামত দিয়েছেন। পোশাক-পরিচ্ছদ হলো পর্দার প্রাথমিক শর্ত। আর শালীনতাবোধ পোশাক-পরিচ্ছদই মূলত পর্দা। আমাদের দেশের বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজের অর্ধশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় নেতারা মূলত "বোরখা" পরিহিত মহিলাদেরই পর্দানসীন হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে শালীনতাবোধ পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পর্দার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

অনেক উত্তরদাতা আবার নারীর অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাকে নারী-ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ উৎস হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কারণ অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল মহিলাদের পরিবারে এমনকি সমাজেও যথেষ্ট কদর রয়েছে।

উপসংহার

সার্বিক বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে, একজন নারীর একক কোনো বৈশিষ্ট্য বা গুণ নারী-ক্ষমতায়নের উৎস নয়। একজন নারীর সার্বিক জীবনাচরণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়গুলোই হলো নারী-ক্ষমতায়নের উৎস। আর আলোচিত বিষয়গুলোই হলো নারীর সার্বিক জীবনাচরণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়। একজন নারী সুশিক্ষিত হলেই কেবল এই বিষয়গুলো তার জীবনাচরণে ফুটে ওঠে। আমাদের মধ্যে অনেকেই 'ক্ষমতা' এবং 'ক্ষমতায়ন' বিষয় দুটি এক করে ফেলেন। কিন্তু 'ক্ষমতা' ও 'ক্ষমতায়ন' শব্দ দুটি পরস্পর পরিপূরক হলেও এর অর্থ এক নয়। তবে ক্ষমতা থেকেই ক্ষমতায়ন। কোনো নারীর ক্ষমতা না থাকলে তার ক্ষমতায়ন হয় না। আর এই ক্ষমতা নারীকে অর্জন করতে হয়। যেমন-উপার্জনমূলক কাজে সম্পৃক্ত নারী তার পরিবারে এমন কি সমাজেও বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। কারণ তার উপার্জন পরিবারে আর্থিক সহায়তা করে। ফলে পরিবারের যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপার্জনশীল নারীর মতামতের যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়। আর এই উপার্জন করার ক্ষমতা লাভের জন্য প্রয়োজন হয় শিক্ষার। প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভের পরই নারী-ক্ষমতায়নের অনুষঙ্গ বিষয়গুলো নারীর জীবনাচরণে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র

Karl, M. (1995) Women and Empowerment-Participation and Decision Making, (London : Zed Books Ltd.)

আহমেদ, তোফায়েল (২০০০) দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষমতায়ন : ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব (ঢাকা : ব্র্যাক)

এসিডি (২০০০) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক নারী সমাবেশ (৩রা অক্টোবর ২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত) উপস্থাপিত প্রতিবেদন (রাজশাহী : অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, এসিডি)।

করিম, সিরাজুল (২০০) উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ, (ঢাকা : গতিধারা)।

খাতুন, খাদিজা (১৯৯৮) "শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন" ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ২।

চৌধুরী, নাজমা ও আখতার, বেগম হামিদা (১৯৯৫) ইউনিয়ন পরিষদে নারী-প্রেক্ষিত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, (ঢাকা : উইমেন ফর ইউমেন)।

সুলতানা, আবেদা (১৯৯৮) "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী-উন্নয়নের ভিত্তি : একটি বিশ্লেষণ" ক্ষমতায়ন, সংখ্যা-২ং